যুগান্তর

22 OCT 2016

কোটা পদ্ধতি

সংস্কার জরুরি

কোটা পদ্ধতির কারণে বিপুলসংখ্যক মেধাবীর ভবিষ্যৎ বিপন্ন হওয়ার সংবাদ উদ্বেগজনক। দেশে বর্তমানে ২৫৭ ধরনের কোটা বিদ্যমান এবং এগুলো বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসসহ (বিসিএস) বিভিন্ন সরকারি চাকরি ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কোটা পদ্ধতির সংস্কারে ইতিপূর্বে পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ (পিএসসি) সরকারের বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন একাধিকবার সুপারিশ করেছে। এছাড়া কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে বিভিন্ন সময় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আন্দোলনও হয়েছে। তারপরও এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ার বিষয়টি সত্যিই দুঃখজনক। উল্লেখ্য, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অনেক দেশে কোটা পদ্ধতি কার্যকর থাকলেও তার প্রয়োগ ঘটে যৌক্তিকভাবে। ফলে বিষয়টি নিয়ে কারও কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে না। অথচ কোটা পদ্ধতির কারণে আমাদের এখানে সরকারি চাকরি ও ভর্তির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীর কাছে মেধাবীরা হেরে যাচ্ছেন, যা মোটেই কাম্য নয়। দেখা যাচ্ছে, কোটার কারণে প্রশাসনে হাজার হাজার পদ খালি থাকছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, কোটা পূরণ না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ বিগত ৫টি বিসিএস পরীক্ষায় ৪ হাজার ২৮৭টি পদ খালি রাখতে বাধ্য হয়েছে। এমনটি কেবল বিসিএস পরীক্ষার ক্ষেত্রেই ঘটছে না, অন্যান্য সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রয়োজনীয়সংখ্যক লোকবল নিয়োগ না হওয়ায় প্রশাসন চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

উপমহাদেশে কোটা পদ্ধতির প্রচলন হয় ব্রিটিশ আমলে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ব্রিটিশদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারায় ভারতীয়দের জন্য কোটা সংরক্ষণ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্যও কিছু কোটা বরাদ্দ দেয়া হয়। পাকিস্তান আমলে দাবির মুখে কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসগুলোর কয়েকটিতে প্রদেশভিত্তিক কিছু কোটা চালু হয়। স্বাধীনতার পর এক নির্বাহী আদেশে কোটা পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। প্রচলিত কোটা পদ্ধতির যৌক্তিকীকরণ বা সংস্কারের দাবি উঠেছে দীর্ঘদিন ধরেই। বিশিষ্টজনদের কেউ কেউ প্রচলিত কোটা ব্যবস্থাকে বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ কোটাকে তারা অসাংবিধানিক ও ন্যায়নীতির পরিপন্থী বলেও মনে করেন। এ অবস্থায় বিদ্যমান কোটা ব্যবস্থার সংস্কার হওয়া উচিত বলে মনে করি আমরা। প্রচলিত আছে— ব্যতিক্রম কখনোই উদাহরণ নয়। এদেশে কোটা ব্যতিক্রম হয়ে থাকুক, তবে তা কোনোক্রমেই মেধা ছাপিয়ে নয়। সরকার কোটা ব্যবস্থা সংস্কারে অনতিবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে, এটাই প্রত্যাশা।